JAN. 2 1 2002 ~~JAN. 20 2002~~

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দ্বৈত শিক্ষার পরিবর্তে একক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যই এই বিশ্ববিদ্যালয়

একান্ত সাক্ষাৎকারে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশের পর অন্যান্য দেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও তারা আমাদের চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা একমাত্র নিজেদের ব্যর্থতার কারণেই এগুতে পারিনি। তিনি বলেন, শুধু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নয়, প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনকে দলীয়করণ করে ফেলা হয়েছিল। যে কারণে এক্ষেত্রে সামনে এগুতে পারিনি, প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান সম্প্রতি দৈনিক ইনকিলাবকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। তার সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হল :

প্রশ্ন : জানা গেছে, আপনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবক ছিলেন, বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আপনার অনুভূতি কি?

উত্তর : হ্যাঁ, ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত ১ম আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে আমি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে যোগদান করেছিলাম এবং ঐ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সম্বলিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম। যে প্রস্তাবের ফসল হিসেবে বাংলাদেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় খুব ভাল লাগছে এজন্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব দুর্নীতি, অনিয়ম ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়ে রয়েছে মহান আল্লাহ তায়ালা তা সংশোধন করার সুযোগ দিয়েছেন। সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালা আমাকে একটি সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমাকে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি করা হলে হয়ত আমি হতাম না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের আশা-আকাংক্ষা জড়িত। এর মাধ্যমে জাতীয় জীবনে কার্যকরী অবদান রাখা যাবে। তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা আভ্যন্তরীণভাবে পরীক্ষণের যে নিয়ম চালু রয়েছে এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান থাকবে না, এমনিভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী হলগুলোতে মহিলাদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষ শিক্ষকদেরকে প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটর হিসেবে নিয়োগ দেয়ার মত কিছু সিদ্ধান্ত দেখে খুব খারাপ লাগছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি যখন মহিলা শিক্ষক ছিল না তখন বাইরে থেকে মহিলা হাউজ টিউটর ও প্রভোস্ট নিয়োগ দেয়া হত।

প্রশ্ন : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনার মতামত কি? লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আপনি কি ভূমিকা রাখবেন?

উত্তর : লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামতের কোন প্রয়োজন মনে করি না। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্টেই তা উল্লেখ আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণে 'ইসলামী' শব্দটি আছে। এটা ইসলামী বিশেষণে বিশেষিত। তবে এটুকু বলা যায়, ইসলাম কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র বিশ্বে এর বিস্তৃতি। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে যা যা করা দরকার সবকিছু করব ইনশাআল্লাহ। ব্যক্তি নয়, দল নয়, একটি প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য ইসলাম যা কিছু অনুমোদন করেছে তা করতে চাই।

প্রশ্ন : জাতীয় শিক্ষানীতি সংস্কারে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কি ভূমিকা হতে পারে বলে মনে করেন?

উত্তর : শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই প্রথম ব্যক্তি যিনি আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে এদেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন। কেননা দ্বৈত শিক্ষা ইসলাম সমর্থন করে না। বৃটিশ শাসনামল থেকে বিশ্বে দ্বৈত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। এই দ্বৈত শিক্ষার পরিবর্তন করে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের দরকার যেখানে সব ধরনের শিক্ষা প্রদান করা হবে। ইমাম আবু হানিফা, আল ফারাবী, ইবনে সিনা, ইমাম গাজ্জালীর মত পণ্ডিত ব্যক্তিরা একটি শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত। দেশের এবং ঈমানের দাবী পূরনের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বৈত শিক্ষার পরিবর্তে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে দেয়ার জন্যই এটি প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত না হওয়ার পেছনে কি কি কারণ আছে বলে মনে করেন, আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার ক্ষেত্রে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

উত্তর : বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও তারা আমাদের চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা একমাত্র নিজেদের ব্যর্থতার কারণেই এগুতে পারিনি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য টাকার কোন অভাব ছিল না। শুধু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নয়, প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনকে দলীয়করণ করে ফেলা হয়েছিল। যে কারণে সামনে এগুতে পারিনি। তবে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার ক্ষেত্রে আমি বড় আশাবাদী। কেননা আমি ঐ ব্যক্তি যে বিশ্বাস করি নিরাশা করা কুফুরী। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের মানুষ ঈমানে বলীয়ান। তাদেরকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উন্নতি করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় আপনি কি ভূমিকা নেবেন?

উত্তর : আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করব। পদক্ষেপের অংশ হিসেবে আমি ইতিমধ্যেই আগামী মার্চ মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাতে ওআইসির মহাসচিবকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যে সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে জানিয়েছি।

প্রশ্ন : বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনার মূলনীতি কি হবে?

উত্তর : মূলনীতি বলতে কিছু বুঝি না, বুঝি শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রী। কোন গ্রুপ বা দল বুঝি না। শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের পৃথক কোন পরিচয় নেই। আইন ও যোগ্যতাই হবে আমার কাজের মানদণ্ড।

প্রশ্ন : সন্ত্রাস ও সেশনজট ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দু'টি সমস্যা। এ দু'টির মোকাবিলায় আপনার ভূমিকা কি হবে?

উত্তর : এ সমস্যা দু'টির মোকাবিলায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হবে। সেশনজট নিরসন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আমি প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার্ক টাইম সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টার পরিবর্তে দিনের পুরো (৮টা-৫টা) সময়কে কাজে লাগাতে চাই। রুটিন পরিবর্তন করে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসে অবস্থানের ব্যবস্থা করব এবং শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনে উন্নতমানের ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করব। তাতে আমরা অনেক এগিয়ে যেতে পারব এবং সেশনজট কমে আসবে বলে বিশ্বাস করি। আমি এখানে এসে দেখেছি ক্যাম্পাসে বহু টাকা ব্যয়ে নির্মিত বাসভবনে কোন ভিসি থাকেননি, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের জন্য নির্মিত ভবনসমূহ খালি, যে কারণে শিক্ষার কোন পরিবেশ গড়ে উঠেনি। তাই আমিই প্রথম ক্যাম্পাসস্থ বাসভবনে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এতে অন্যান্য শিক্ষকও থাকা শুরু করবে, পরিবেশ গড়ে উঠবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্টে উল্লিখিত 'টিচিং' ও 'রেসিডেন্সিয়াল' শব্দ দু'টিরই আমি যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ অর্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : অনিয়মতান্ত্রিক ও বিধি বহির্ভূতভাবে যে সমস্ত নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং আওয়ামীকরণের মাধ্যমে প্রশাসনে যে জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনি কি পদক্ষেপ নেবেন?

উত্তর : স্পষ্ট কথায় বলতে আমি আওয়ামীকরণ, বিএনপিকরণ, জামায়াতকরণ ইত্যাদি কিছু বুঝি না। আইনবিরোধী কোন কাজ করা হয়ে থাকলে আইনানুগ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রশ্ন : এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থায় ত্বরিত কি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন?

উত্তর : অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী শুধুমাত্র এ বিশ্ববিদ্যাল[য়ের] অর্থনৈতিক অবস্থা ভঙ্গুর নয়, সমগ্র জাতির অর্থনৈ[তিক] অবস্থা ভঙ্গুর। এ অবস্থায় কিছুটা ধৈর্য ধারণ করতে হ[বে।] আমার বিশ্বাস, এ অবস্থার পরিবর্তন হয়ে অর্থনৈতিক [...] উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন : জানা গেছে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ[কটি] মসজিদভিত্তিক ক্যাম্পাস গড়ার পরিকল্পনা ছিল, এ ব্যাপ[ারে] আপনি কি পদক্ষেপ নেবেন?

উত্তর : ইসলামী শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়েছিল মসজিদভিত্তি[ক] পরবর্তীতে ইসলামী কর্মতৎপরতার ব্যাপকতা লাভ ক[রার] পর মসজিদের পার্শ্বে ও আলাদাভাবে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হ[য়।] এই বিশ্ববিদ্যালয়ও শুরু হয়েছিল মসজিদ নিয়ে, কি[ন্তু] মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি। আশা করি সেটা অচিরেই সম্প[ন্ন] করা হবে।

প্রশ্ন : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী পরিবেশ ফিরি[য়ে] আনার জন্য আপনি কি ভূমিকা নেবেন?

উত্তর : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য ইসলাম যে নীতি-নৈতিকতার দিকনির্দেশনা দিয়েছে তা পুরোপুরি পালনের চেষ্টা করব। ইসলা[ম] পালনের কারণে যদি কেউ মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত করে তবে আমি বলব, আমি এক নম্বর মৌলবাদী। ইসলাম সুশীল সমাজ ও কল্যাণকর, উন্নত সভ্যতার জন্ম দিয়েছে কিন্তু যারা অপপ্রচারে লিপ্ত তারা জানে না ইসলামী সভ্যতা[র] আসল রূপ। আধুনিকতা বলতে কি? ইসলামই সক[ল] আধুনিকতার উৎস।

প্রশ্ন : দেশের ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাগুলো অ[...] বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনার জন্য সরকার যে সিদ্ধা[ন্ত] নিয়েছিল এ ব্যাপারে আপনি কি পদক্ষেপ নেবেন?

উত্তর : এ ব্যাপারে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্ট অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি। সরকার [...] অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নেব ইনশাআল্লাহ। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে একজন প্রো-ভিসি নিয়োগের চেষ্টা করব।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন রকীবুল হক রকী[ব]